দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 OCT 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ ......

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

চেয়ারম্যান কিছু জানেন না, এক পা এগিয়ে রেজিস্ট্রার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে তার পক্ষে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বোর্ডের রেজিস্ট্রার কাজী মোহাম্মদ শহিদ মোস্তফা। গত ২০শে অক্টোবর 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত ওই খবরের শিরোনাম ছিল 'বন্যার অজুহাতে ৮ লাখ টাকা নিয়ে গেছে ইউনিয়নের নেতারা।'

বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউনুস শিকদার গতকাল রাতে 'সংবাদ'কে টেলিফোনে জানান, 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ জানাতে তিনি কোন লিখিত বা মৌখিক নির্দেশ রেজিস্ট্রারকে দেননি। 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত খবর সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ।

রেজিস্ট্রার তার প্রতিবাদে বলেন, শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যায় কারণে শিক্ষা বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের আবেদনে বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে কর্মচারীদের মাথাপিছু ৬ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কর্মচারীরা চেয়ারম্যানের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি। গত রাতে বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, কর্মচারীরা জোর করে ওই টাকা নিয়েছিল; কিন্তু শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় অনুদান হিসেবে কর্মচারীরা টাকা পাবে না। তারা সুদবিহীন ঋণ হিসেবে নিতে পারে। পরে কর্মচারীরা সভার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। '৯৯ সালের মধ্যে কিস্তিতে ওই টাকা তারা শোধ করতে বাধ্য থাকবে।

চেয়ারম্যান জানান, 'সংবাদ'-এ গত ২০শে অক্টোবর প্রকাশিত খবর সঠিক তথ্যভিত্তিক। ওই খবর প্রকাশিত হলে ২১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জবাব চেয়ে চেয়ারম্যানকে চিঠি দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি বন্যার অজুহাত দেখিয়ে কর্মচারীদের ৮ লাখ টাকা নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে বলে চেয়ারম্যান জানান।

চেয়ারম্যানের সাথে কর্মচারীরা অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেনি বলে রেজিস্ট্রার দাবি করেছেন; কিন্তু গতকাল রাতে চেয়ারম্যান বলেছেন যে, কর্মচারীরা তাকে হুমকি দিয়ে চেক সই করিয়ে নেয়।